39

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 APR 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

## বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে

সরকার দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য ১৯৯২ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কাজটি অতি দুরূহ এবং এর প্রধান বাহক হচ্ছেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৩ উপলক্ষে এক বাণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের উদ্যোগের ওপর।' খুবই সত্য এ বাণী। কিন্তু বাস্তব সত্য হল সরকারী শিক্ষকদের পাশাপাশি বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদেরও যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা তারা পালনে পুরোপুরি সমর্থ হচ্ছেন না। কেননা এ সকল শিক্ষক অর্থনৈতিকভাবে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে পারছেন না। ফলে শিক্ষার উদ্যোগ হচ্ছে ব্যাহত।

নভেম্বর '৯৩ এর রিপোর্ট মতে- বাংলাদেশে রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮,৮৩০টি এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪,৬৮৮টি। এসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধানত শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের একান্তিক প্রচেষ্টা ফলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের জমি, শ্রেণীকক্ষ ও আসবাব-পত্রের বন্দোবস্ত করেছে নিজেদের তহবিল থেকে। শিক্ষাদানের পাশাপাশি ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এ আশায়ও। বর্তমানে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে যে ৫০০ টাকা মাসিক ভাতা (দৈনিক ১৬·১৩ টাকা) দেওয়া হয় তারও অধিকাংশ চলে যায় বিদ্যালয়ের বা পারিবারিক কোন কাজে সহায়ক হয় না, স্বেচ্ছাশ্রমই বলা যায় তাদের এ অবস্থাকে। কোনরকমে টিকে থাকার জন্য কেউ কেউ সহায়ক পেশা হিসেবে, সংশ্লিষ্ট হন কৃষিকাজে যাদের জমি আছে), ছোটখাট ব্যবসা, দোকানদারী, টিউশনি কিংবা অন্য কোন অবলম্বনে। অধিকাংশই বয়ে চলেছে মানবেতর জীবন। ফলে ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের প্রতি তাদের যে মনোযোগী বা উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন তা সম্ভব হচ্ছে না। এটা লক্ষ্যণীয় যে, সরকারী বিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারী বিদ্যালয়ে বেশিহারে ভর্তি হয় অসচ্ছল, অসচেতন ও পশ্চাৎপদ পরিবারের ছেলেমেয়েরা। ফলে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির আগেই যে শতকরা ৬৭ ভাগ drop out হচ্ছে তাতে এদের হারই বেশি। এদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে না রাখতে পারলে শিক্ষার হার বাড়ানো সম্ভব নয়।

হিসেবমতে সবার ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হলে দু'হাজার সাল পর্যন্ত আরো ৩০ হাজার অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কমপক্ষে আরো দেড় লক্ষাধিক শিক্ষকের প্রয়োজন। গত সংসদ অধিবেশনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য থেকে জানা যায়, সরকার আরো নতুন বিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহী কিন্তু সরকারী-করণে আগ্রহী নয়। ধারণাটা এমন যে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এভাবেই চালানো সম্ভব। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের দীর্ঘকাল স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে টিকে থাকা শুধু অসম্ভবই নয়, অমানবিকও। তাই পূরাতনদের অবস্থান আশাব্যঞ্জক না হলে নতুনদের উদ্যোগী হওয়ার পথে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার সাথে সাথে বিদায় নিতে হবে এসব শিক্ষকেরও বড় অংশ।

আমরা জানি, প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তা মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন। আশা করি, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি সহৃদয়-তার সাথে বিবেচনা করে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে পর্যায়ক্রমে উল্লেখযোগ্য হারে সরকারীকরণের ব্যবস্থা নেবেন এবং তার পূর্ব পর্যন্ত রেজিস্ট্রিকৃত বিদ্যালয়ের ন্যূনতম জীবন ধারণের জন্য ১৫০০ টাকা হারে মাসিক মঞ্জুরির ব্যবস্থা করবেন। সেই সাথে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনকৃত বিদ্যালয়গুলোতে নির্দিষ্ট হারে অনুমোদন দান করবেন।

মঈনউর রহমান স্বপন
চর ভদ্রাসন, ফরিদপুর।